POST GRADUATE CERTIFICATE IN BENGALA - HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2014

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घंटे | *अधिकतम अंक :100*

***नोट : सभी** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

00826

1. **किन्हीं दो** प्रश्नों का लगभग 300 शब्दों में उत्तर दीजिए : **10x2=20**

   (क) बांग्ला और हिंदी की भाषिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं के क्या-क्या आधार हैं, स्पष्ट कीजिए।

   (ख) पदबंधों के प्रकार बताते हुए हिंदी और बांग्ला में क्रिया पदबंध के अनुवाद पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए।

   (ग) हिंदी और बांग्ला में लिंग एवं वचन संबंधी प्रयोग और उनके अनुवाद में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। **5**

   তরতর, শন্‌শনে হাওয়া, প্রবল, কথা, চিবিয়ে, ছবি, জামা, বড়, প্রধান, জিনিষ

3. নিম্নলিখিত হিंदी শব্দों का बांग्ला पर्याय लिखिए। 5

फिर, पास, कब, ज़मीन, उनचास, चिड़िया, सफ़ेद, बढ़िया, बातूनी, सुबह

4. নিম্নলিখিত কহাবতों-মুহাবরों में से **किन्हीं पाँच** का हिंदी में अनुवाद करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10

আগুন বর্ষণ করা, অরণ্যে রোদন, কাঠ পুতুল, ঘরের শত্রু বিভীষণ, গুণের গুণমণি, চোখে সর্ষে ফুল দেখা, ছোট মুখে বড় কথা, পথের কাঁটা, তিলতিল করে

5. নিম্নলিখিত अंशों में से **किन्हीं तीन** का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 15x3=45

(क) মানুষ চেনা সত্যিই শক্ত।

বোধহয় জগতের সব শক্ত কাজের সেরা শক্ত হচ্ছে মানুষ চেনা ! একটা মানুষকে দিনের পর দিন দীর্ঘদিন ধরে দেখেও জানতে পারা যায় না কী রয়েছে তার মনের গভীরে। তা না হলে সুনয়নীর মুখে এই কথা !

এতো নীচ আর নির্লজ্জ কথা উচ্চারণ করলেন সুনয়নী !

সুনয়নীর পেটের মেয়েরাই চমকে উঠল তাদের মায়ের কথা শুনে ! জ্ঞানাবধি যারা বোধহয় মার প্রতিটি নিঃশ্বাসেরও খবর জানে। সেই তাদের ভদ্র

সভ্য সুরুচি সম্পন্ন উদার সুকুমারী মা ! হতে পারে একটা হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় তাদের মার মুখের চেহারাটা অনেক বদলে গেছে। কপালের সেই সদা জ্বলজ্বলে মস্ত সিঁদুর টিপটির আর কোঁকড়া ধরনের চুলের ঠাস ভেদ করা সরু সিঁথির ওপরকার ঘন করে আঁকা সিঁদুরের রেখাটির অভাবে মাকে অন্যরকম দেখতে লাগছে, তো সে তো বহিরঙ্গে ! সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের খেসারতে। তা, বলে ভেতরটা এভাবে বদলে যাবে ? না কি এইটিই মনের মধ্যে পোষা ছিল ? শুধু প্রিয়তোষের ভয়ে বাইরে আহ্লাদী ভাবটি দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ?

মুহূর্তের চিন্তা।

বুলি আর বাবলি প্রায় এক যোগেই চমকে উঠে বলে উঠল, কী বলছ মা ? এই কথা বলতে যাব আমরা অলককাকুকে ?

সুনয়নী মেয়েদের এই চমকানিতে দমলো বলে মনে হল না। তেমনি ভাবেই বলল, ঠিক ওইভাবেই না হোক অন্যভাবে একটু গুছিয়ে বলবি।

কোনভাবেই বলা যায় না ! অসম্ভব ! ভাবাই যায় না।

সুনয়নী শক্ত গলায় বললেন, তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হলে আমাকেই সেই অসম্ভব কাজটা করতে হবে।

ছোটমেয়ে বাবলি একটু কটকটে। সে বলে উঠল, কেন, বলতে হবেই বা কেন ? যেমন চলে আসছে, তেমনিই চলবে।

(খ) আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি-র বাৎসরিক সম্মেলন এক এলাহি ব্যাপার। বছর-বছর ঘুরে ফিরে আয়োজিত হয় দেশের নানা শহরে। পাঁচ-ছ'দিনের সম্মেলনে যোগ দেন তিন-চার হাজার সদস্য। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে এক বছরে অর্জিত নানা সাফল্যের বর্ণনা খোদ গবেষকদের মুখে শোনার এমন সুযোগ আর মেলে না। সম্মেলন হয় ফি-বছর মার্চ মাসে। কিন্তু লেকচারের জন্য জমা পড়ে এত বেশি পেপার যে, নানা বিভাগের নির্ঘণ্ট ঠিক করার কাজটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শেষ মুহূর্তে রদবদল হলে ঝামেলা। তাই উদ্যোক্তারা মেনে চলেন কড়া নীতি। আগের বছরের ডিসেম্বর মাসে নির্ঘণ্ট চূড়ান্ত হয়ে যায় ঘণ্টা-মিনিট ধরে। তারপর 'নো চেঞ্জ'।

হায়, এই কড়াকড়ি হাওয়ায় উড়ে গেল 1987 সালে। বক্তৃতাদানে ইচ্ছুক গবেষকদের তরফে উদ্যোক্তাদের কাছে পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সারাংশ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ধার্য ছিল 1986 সালের 5 ডিসেম্বর। ওই তারিখ পর্যন্ত 'সলিড স্টেট ফিজিক্স' বিভাগে নিউ মেটেরিয়াল্‌স শাখায় গৃহীত হয়েছিল মাত্র একটি পেপার। শিরোনাম 'স্পেসিফিক হিট অফ বেরিয়াম-ল্যানথানাম-কপার অক্সিজেন সুপারকন্ডাক্টরস'। জমা দিয়েছিলেন ইয়র্কটাউন-এ আইবিএম কোম্পানির গবেষণাগারের বিজ্ঞানী রিক গ্রিন এবং তাঁর সহযোগীরা। প্রথা অনুযায়ী, নতুন আবিষ্কৃত পদার্থ বিষয়ে কেবল তাঁরই বক্তৃতা দেওয়ার কথা। কিন্তু, তা আর হল কই ?

হল না, কারণ ডিসেম্বর, জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আমেরিকায় পদার্থবিদ্যা গবেষণায় বয়ে গেল এক ঝড়। হ্যাঁ, ঝড়ই বটে। গবেষণাগারে ধুম পড়ে গেল বিশেষ এক কাজের। বিশেষ এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার। আর সেই সূত্রে, পর্যবেক্ষণ-মূলক ফলাফলও মিলল প্রচুর। ফলে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ আসতে লাগল সমানে। যেন ফলাফল পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। অনুরোধের বন্যায় ভেসে গিয়ে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন অভূতপূর্ব ব্যবস্থা নিতে। ছাপানো নির্ঘণ্টের বাইরে গিয়ে আয়োজন করলেন এক বিশেষ অধিবেশন।

বিশেষ অনুরোধকারীর সংখ্যা কম নয়। সাকুল্যে 51 জন। কাকে ছেড়ে কাকে দেওয়া হবে বক্তৃতার সুযোগ? তাই ঠিক হল, বলবেন সকলেই। তবে, আলাদা অধিবেশন, এবং বক্তা এতজন। সুতরাং, লেকচারের সময় সকলের সমান। কতক্ষণ ?

(গ) কলকাতা থেকে কাগজ আসত ট্রেনে। সেই কাগজ বাড়িতে বিলি হতে হতে বেলা। কোনওদিন ট্রেন লেট করলে হকার সকালে আর বেরোতই না। বিকেলে কাগজ দিয়ে যেত। অফিস-কাছারি, কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে কাগজ নিয়ে বসাটাই এখানকার মানুষের অভ্যেস ছিল। দাদু, বাবা, কাকাদের সেরকমই দেখেছে শুভ্রাংশু। সেদিন আর নেই। নানা ধরনের সব আধুনিক ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার কাগজ এখন কাছাকাছি ছাপা হয়। গাড়ির পথে দু'-আড়াই ঘণ্টায় চলে আসে ভোরবেলাতেই। সকালের চায়ের কাপের সঙ্গে টাটকা কাগজ নিয়ে

বসা যায়। শুভ্রাংশু আজও তাই বসেছিল। চা শেষ করে বাজারে যাবে। মনটা খুশি খুশি। কাগজের পাঁচ নম্বর পাতায় স্কুল মাস্টারদের মাইনে বাড়ার একটা খবর আছে। ঠিক 'মাইনে বাড়া' নয়, মাইনে বাড়া নিয়ে 'ভাবনাচিন্তা'র খবর। সরকার ভাবছে।

এমন সময় করুণা কঠিন গলায় বলল, 'সিঁড়ির নীচটা পরিষ্কার করব। তুমি সাইকেলটার একটা ব্যবস্থা করো।'

খবরটা আবার পড়ল শুভ্রাংশু। সত্যি যদি দু'-এক বছরের মধ্যে মাইনে বাড়ে ভাল হয়। তাহলে পেনশনটাও বাড়বে। রিটায়ারমেন্ট খুব দূরে নয়। এখন থেকে চিন্তা না করলে চলবে কী করে ?

করুণা আবার বলল, 'কী হল, কথা কানে গেল না?'

এবার করুণার গলা আরও একটু কঠিন। স্ত্রীর কঠিন গলা একবার অগ্রাহ্য করা গেলেও যেতে পারে, দু'বার যায় না। যারা পারে তারা অসীম সাহসী। শুভ্রাংশু সেরকম নয়। বরং উল্টোটাই। ভয় না পাক, করুণাকে সে সমঝে চলে। শুধু করুণা কেন, কাউকেই মেজাজ দেখাতে পারে না। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, স্কুলের কলিগ কারও সঙ্গেই গোলমালে নেই। কেউ বলে শান্তিপ্রিয়, কেউ বলে গোবেচারা টাইপ। করুণা বলে 'ভিতু'। শুভ্রাংশু বলে, 'কী হবে ঝগড়াঝাটির মধ্যে গিয়ে ?'

করুণা রাগ দেখিয়ে বলে, 'কী হবে মানে? কেউ অ্যাবসেন্ট করলে তোমার ঘাড়েই এক্সট্রা ক্লাস পড়বে ?

কেন ? স্কুলে আর কোনও মাস্টার নেই ? তারা মাইনে পায় না ? ভূদেব স্যার, মণিময় স্যারের সঙ্গে তোমাদের হেডমাস্টারের এত পিরিত কীসের ? বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায় বলে ? তাই তুমি ক্লাসের পর ক্লাস নিয়ে যাও আর ওরা টিচার্স রুমে বসে ঠ্যাং নাচায় ?'

(ঘ) দুর্গাপুজো যেমন বাঙালির আনন্দের উৎসব, তেমনই ভোজনেরও উৎসব ! রোজনামচার গতানুগতিকতা ছেড়ে পুজোর ক'টি দিন বাঙালি যেমন সময়যাপনে বিলাসী, আহারে বৈচিত্র-সন্ধানকে তার চেয়ে খুব পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। সন্ধানী বাঙালির শুধু চরিত্রবদল ঘটেছে। বছর পনেরো আগেও বাঙালি বাড়ির বাইরে খেতে যেত কোনও একটি উপলক্ষে। আর এখন বাইরে খেতে যাওয়াই হয়ে উঠেছে উপলক্ষ। পুজো তারই একটি মাত্রা।

অতীতের ছবি ছিল অন্যরকম। যেসব বাড়িতে পুজো হত, সেখানে চারদিন ধরে বাড়ির সকলে মিলে পঙ্‌ক্তিভোজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকতেন যাঁরা, তাঁরা বাড়িতে আসতেন পুজো উপলক্ষে। রান্না করতে আসতেন ওড়িশা থেকে ব্রাহ্মণরা। তাঁদের 'ঠাকুর' বলা হত। সেই সময় রান্নার ধরনও ছিল একটু অন্যরকম। প্রতি বাড়িতেই অন্ততপক্ষে দু'তিনটি রান্নাঘর থাকতই। রান্না হওয়া বিভিন্ন পদের মধ্যে প্রাধান্য পেত নিরামিষ ও মাছ। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বাড়িতেই তৈরি হত নানারকম মিষ্টি। শেষপাতে ডেজার্ট খেতে অভ্যস্ত

অধুনা বাঙালির ভোজনবিলাসের একটি বড় লোকসান ঘটেছে এখানে। সেইসব বাড়িতে তৈরি অতুলনীয় স্বাদের মিষ্টির পরম্পরা বাঙালি প্রায় হারিয়ে বসে আছে! প্রবীণ যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়তো এখন স্মৃতি থেকে বলতে পারবেন সেসব মিষ্টির নাম।

(ঙ) ভারতীয় তথা বিশ্বক্রিকেটে সচিন আজ এক মহাতারকা। টেস্ট-ওয়ানডে নিয়ে একশোটি একশো-র মতো এক অতিমানবিক রেকর্ড সে সম্প্রতি পূর্ণ করেছে। তার দীর্ঘ কেরিয়ারে উত্থানপতন এসেছে। সমালোচনা এসেছে। কিন্তু ক্রিকেট থেকে সচিন কখনও বিচ্যুত হয়নি। মাঠের বাইরে বা ভিতরে, কখনও কোনও বিতর্কে জড়ায়নি সচিন। সে নিজেই তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। সবচেয়ে বড় তুলনা। তাও তুলনার কথা যখন এল, তখন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের কথা আসবেই। তাঁর সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি তুলনা হয়েছে আমাদের লিট্‌ল মাস্টারের। স্বয়ং ব্র্যাডম্যানও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে সচিনের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে ঐতিহাসিক এবং ক্রিকেটের ব্যাকরণগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয়, সচিনের সঙ্গে ব্র্যাডম্যানের যতটা মিল, অমিল কিন্তু ঠিক ততটাই। ব্র্যাডম্যানের জন্য একটি নতুন বোলিং শৈলীর উদ্ভব ঘটেছিল-বডিলাইন। বিশ্বের কোনও ক্রিকেটারের জন্য, সচিনের জন্যও, এরকমটি হয়নি। ব্র্যাডম্যানের প্রতি এ তো পরোক্ষে এক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন! আবার একথাও মানতে হবে, ব্র্যাডম্যানকে কখনও এত মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নামতে

হয়নি। ব্র্যাডম্যানকে কোনওদিনও টেস্ট ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে নিজেকে 'adapt' করতে হয়নি। অন্যদিকে, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে সচিন ক্রমশই নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন।

জিনিয়াসের তুলনা একমাত্র তার নিজের সঙ্গেই হতে পারে। চারধারের অনুষঙ্গগুলি যখন একে-একে পরিবর্তিত হয়েই গিয়েছে, তখন একযুগের জিনিয়াসের সঙ্গে আর-এক যুগের জিনিয়াসকে তুলনা করা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। শুধু একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সচিন সে-যুগে জন্মালে সে ব্র্যাডম্যান হত। আর ব্র্যাডম্যান 1973 সালের 24 এপ্রিল মুম্বইয়ে জন্মালে সচিন-ই হতেন।

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए। 15

(क) जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह की सेना में आशकरण नाम के एक राजपूत सेनापति थे, बड़े सच्चे, वीर, शीलवान और परस्वार्थी। उनकी बहादुरी की इतनी धाक थी, कि दुश्मन उनके नाम से काँपते थे। दानी और दयावान ऐसे थे, कि मारवाड़ में ऐसा कोई अनाथ न था, जो उनके दरबार से निराश लौटे। जसवन्तसिंह भी उनका बड़ा आदर-सत्कार करते थे। वीर दुर्गादास उन्हीं के बड़े लड़के थे। छोटे लड़के का नाम जसकरण था।

सन् 1605 ई. में आशकरणजी उज्जैन की लड़ाई में धोखे से मारे गये। उस समय दुर्गादास केवल चौदह वर्ष के थे; पर ऐसे होनहार थे, कि जसवन्तसिंह अपने बड़े बेटे पृथ्वीसिंह की तरह इन्हें भी प्यार करने लगे।

कुछ दिनों बाद जब महाराज दक्खिन की सूबेदारी पर गये, तो पृथ्वीसिंह को राज्य का भार सौंपा और वीर दुर्गादास को सेनापति बनाकर अपने साथ कर लिया। उस समय दक्खिन में महाराज शिवाजी का साम्राज्य था। मुगलों की उनके सामने एक न चलती थी; इसीलिए औरंगज़ेब ने जसवन्तसिंह को भेजा था। जसवन्तसिंह के पहुँचते ही मार-काट बन्द हो गयी। धीरे-धीरे शिवाजी और जसवन्तसिंह में मेल-जोल हो गया। औरंगज़ेब की इच्छा तो थी, कि शिवाजी को परास्त किया जाय।

(ख) भक्ति संगीत से गूंजा केंद्रीय कक्ष

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)। पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की संतूर जुगलबंदी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान, नादब्रह्म संगीत मंडली के गायन के साथ मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल ने अपने गीत संगीत से रविवार शाम को यादगार बना दिया।

पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा ने संतूर जुगलबंदी पर महात्मा गांधी के प्रिय गीत 'वैष्णव जन तो' के साथ संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उस्ताद इकबाल खान ने राग पूर्वी 'चलो री माई औलिया पीर के दरबार' में हजरत अमीर खुसरो का ख्याल और इसके बाइ राग भैरवी में कबीर के भजन 'मन रे हर भज हर भज' पेश किया।

नादब्रह्म संगीत मंडली के एन सुब्रमण्यम ने मृदंगम, बी.एस. के अन्नादुरई ने वायलिन, एन कन्नन ने

घटम, लक्ष्मी रामचंद्रन और एन मीनाक्षी ने तानपुरा पर निबद्ध त्यागराज रचित राग रघुनायक पेश किया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल ने द्वारका प्रसाद महेश्वरी रचित 'इतने ऊंचे उठो' और 'अब तो मजहब कोई' गीत पेश किया। पंडित देबू चौधरी ने राग देश में रचे गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध गीत 'एकला चलो रे' के अलावा देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा पेश की।

संसद के केंद्रीय कक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साथ-साथ बेठे नज़र आए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, शिवराज पाटील और पी.ए. संगमा के अलावा दो मुख्यमंत्री रमण सिंह और अशोक गहलोत मौजूद थे।